যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ৫৫৬

১/ বিবিধ

আরবী

من فقه الرجل رفقه في معيشته
ضعيف

رواه أحمد (5 / 194) ومن طريقه الثعلبي في " تفسيره " (3 / 146 / 1) وابن عدي (2 / 37) وابن عساكر (13 / 375 / 1) عن أبي بكر بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب عن أبي الدرداء مرفوعا
وقال ابن عدي: " أبو بكر بن أبي مريم الغالب على حديثه الغرائب، وقل ما يوافقه عليه الثقات، وهو ممن
لا يحتج به، ولكن يكتب حديثه ". قلت: ثم هو منقطع لأن ضمرة لم يسمع من أبي الدرداء كما أفاده الذهبي، فإن بين وفاتيهما نحومائة سنة. واقتصر الهيثمي (4 / 74) على إعلاله باختلاط ابن أبي مريم. والحديث أورده السيوطي في " الجامع " من رواية أحمد والبيهقي عن أبي الدرداء قال شارحه المناوي: " ثم قال البيهقي تفرد به سعيد بن سنان عن أبي الزاهرية اهـ. قال الذهبي في " الضعفاء ": وسعيد بن سنان عن أبي الزاهرية متهم، أي بالوضع
قلت: وهذا يوهم أن الحديث من هذه الطريق عند أحمد أيضا، وليس كذلك كما سبق فتنبه، ورواه ابن عدي عن سعيد بن سنان بسند آخر عن ابن عمر نحوه وتقدم لفظه قريبا. ورواه ابن الأعرابي في " المعجم " (237 / 2) وأبو نعيم في " الحلية " (1 / 11) عن فرج بن فضالة: أخبرنا لقمان بن عامر عن أبي الدرداء موقوفا عليه. والفرج بن

فضالة ضعيف كما في " التقريب " وبقية رجاله ثقات، فلعل هذا هو أصل الحديث موقوف، أخطأ بعض الضعفاء فرفعه، والله أعلم
ثم وجدت ما يؤيد وقفه، فقال وكيع بن الجراح في " الزهد " (2 / 78 / 1) : حدثنا سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد " أن رجلا صعد إلى أبي الدرداء وهو في غرفة له، وهو يلتقط حبا منثورا، فقال أبو الدرداء " فذكره موقوفا عليه. ورجاله كلهم ثقات لولا أنه مرسل
وكذلك رواه ابن عساكر (3 / 375 / 1) من طريق المعتمر بن سليمان عن منصور به. ورواه أيضا من طريق إسماعيل بن عياش عن حريز بن عثمان الرحبي عن أبي حبيب الحارث بن محمد عن أبي الدرداء موقوفا

বাংলা

৫৫৬। ব্যক্তির জ্ঞানের পরিচয় হচ্ছে তার জীবন ধারণের ক্ষেত্রে নম্রতা অবলম্বন করাতে।

হাদীছটি দুর্বল।

এটি ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেছেন। আর তার সূত্রে ছা’য়ালাবী তার "তাফসীর" (৩/১৪৬/১) গ্রন্থে, ইবনু আদী (২/৩৭) এবং ইবনু আসাকির (১৩/৩৭৫/১) আবু বকর ইবনু আবী মারিয়াম হতে তিনি যামারাহ ইবনু হাবীব হতে তিনি আবুদ দারদা হতে মারফু হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আদী বলেনঃ আবু বাকরের অধিকাংশ হাদীছ গারীব। নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীগণ খুব কমই তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। তিনি সেই দলের অন্তর্ভুক্ত যাদের দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না। তবে তার হাদীছ লিখা যায়।

আমি (আলবানী) বলছিঃ তার পরেও হাদীছটি মুনকাতি। কারণ যামারাহ আবুদ দারদা হতে শুনেননি, যেমনটি হাফিয যাহাবী অবহিত করেছেন। কারণ তাদের দু’জনের মৃত্যুর মাঝে প্রায় একশত বছরের ব্যবধান। হায়ছামী (৪/৭৪) ইবনু আবী মারিয়ামের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল শুধুমাত্র এ কারণই দেখিয়েছেন। হাদীছটি সুয়ূতী “আল-জামে” গ্রন্থে আহমাদ এবং বাইহাকীর বর্ণনায় আবুদ দারদা হতে বর্ণনা করেছেন। তার ভাষ্যকার মানবী বলেনঃ বাইহাকী বলেছেনঃ সাঈদ ইবনু সিনান আবুয যাহেরিয়া হতে এককভাবে বর্ণনা করেছেন। হাফিয যাহাবী “আয-যোয়াফা" গ্রন্থে বলেনঃ সাঈদ ইবনু সিনান আবুয যাহেরিয়া হতে জাল করার দোষে দোষী।

আমি (আলবানী) বলছিঃ ধারণা হতে পারে যে এ সূত্রটিও ইমাম আহমাদ হতে। আসলে কিন্তু সেরূপ নয়।

হাদীছটি ইবনু আদী সাঈদ ইবনু সিনান হতে অন্য সূত্রে ইবনু উমার (রাঃ) হতে অনুরূপ অর্থে বর্ণনা করেছেন। এ ছাড়া ইবনুল আ’রাবী "আল-মুজাম" (২/২৩৭) গ্রন্থে এবং আবু নোয়াইম "আল-হিলইয়্যাহ" (১/১১)-গ্রন্থে ফারাজ ইবনু ফুযালা সূত্রে ... আবুদ দারদা হতে মওকুফ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। ফারাজ ইবনু ফুযালা দুর্বল, যেরূপ "আত-তাকরীব" গ্রন্থে এসেছে। তা ছাড়া অন্যান্য বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। সম্ভবত এ মওকুফটিই হাদীছটির আসল। কোন বর্ণনাকারী ভুল করে মারফু করে ফেলেছে।

ওয়াকী ইবনুল জাররা কর্তৃক "আল-যুহুদ" (৩/৭২/১) গ্রন্থে এবং ইবনু আসাকির (৩/৩৭৫/১) কর্তৃক ভিন্ন সূত্রে আবুদ দারদা হতে বর্ণনাকৃত মওকুফ হাদীছ, মওকুফ হওয়াকেই শক্তিশালী করছে।

হাদিসের মান: যঈফ (Dai'f) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=71435

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন